

IN THE SUPREME COURT OF BANGLADESH
HIGH COURT DIVISION
(CRIMINAL REVISIONAL JURISDICTION)

Present:

Mr. Justice M. Enayetur Rahim

And

Mr. Justice Shahidul Karim

Criminal Revision No.1050 of 2017

Abdul Kader Gazi

-----Petitioner

-Vs-

The State and another

-----Opposite Party

Mr. Md. Sorwar Hossain, Advocate with

Mr. Md. Shaharia Kabir, Advocate

--- For the Petitioner

Mr. S.M. Rezaul Karim, Advocate with

Mr. Abdur Razzak, Advocate

---For the Opposite Party No.2

Heard on 11.07.2017, 18.07.2017 &

Judgment on 19.07.2017

M. Enayetur Rahim, J:

On an application under section 41(2) of the Shishu Ain, 2013 this Rule was issued calling upon the opposite parties to show cause as to why the order dated 29.03.2017 passed by the Shishu Adalat, Chandpur granting bail to the accused opposite party No.2 in Haimchar Police Station Case No.1 dated 01.02.2017 corresponding to G.R. No.2 of 2017 corresponding to G.R. No.2 of 2017 (Haimchar) under section 70 of the Shishu Ain,2013 should not be set

aside and/or pass such other or further order or orders as this Court may seem fit and proper.

At the instance of the present petitioner Haimchar Police Station Case No.01 dated 01.02.2017 under section 70 of the Shishu Ain,2013 is started against the present opposite party Nos.2 and 04(four) others.

In the FIR it is alleged that Maria Sultana, daughter of the informant and Ferdous, son of the FIR named witness No.2, are the students of Neel Kamal High School. On 30.01.2017 annual sports competition ceremony of the school was held and in that programme accused Noor Hossain Patwary, Chairman of Upazilla Parishad, Haimchar, was the Chief Guest. In the event of the award ceremony 50/60 students of Class IX and X were forced to build a human bridge on the instruction of the FIR named accused persons. The accused opposite party no.2 along with FIR named other accused persons trod on the shoulder of the students who formed a human bridge in the ceremony as a result they sustained injury in their back bone. This incident was reported in the electronic media namely, ATN Bangla and widely circulated in national daily newspapers as well as through face book. The incident came to light after its video footage and photo went viral

on social media along with special coverage on mass media leading to growing criticism.

The case is still under investigation.

The accused opposite party No.2 having failed to obtain anticipatory bail from different Benches of this Court on various occasions, eventually, surrendered before the Shishu Adalat, Chandpur on 29.03.2017 with a prayer for bail and the learned judge of the Shishu Aalat admitted him to bail.

Being aggrieved by the said order, the informant has preferred this revisional application.

The main contention of the learned Advocate for the informant petitioner is that the Shishu Adalat acted illegally in accepting surrender of the accused opposite party No.2 and granting bail to him as it had no jurisdiction to deal with the application for bail of an adult accused.

Mr. S.M. Reazaul Karim, the learned Advocate appearing for the accused opposite party No.2 referring to the provision of section 17(1) of the Shishu Ain, 2013 submits that in entertaining an application for bail of opposite party No.2 and enlarging him on bail the learned Judge of the Shishu Adalat has lawfully and rightly exercised his discretion and as such, the Rule is liable to be discharged.

At the time of issuance of the Rule this Court directed the learned Judge of Shishu Adalat, Chandpur to explain in writing within a period of 2(two) weeks under what authority he dealt with the application for bail of the accused opposite party No.2.

In compliance of the said order the learned judge of Shishu Adalat, Chandpur has furnished a written explanation in which he stated to the effect:

“জি.আর-০২/২০১৭ (হাইমচর) নং মামলাটি রুজু হয় শিশু আইন-২০১৩ এর ৭০ ধারার অধীনে। শিশু আইন-২০১৩ বাংলা ভাষায় প্রণীত আইন এবং এই আইনের ৯৯(২) ধারায় আইনটির বাংলা পাঠকে প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে। উক্ত আইনের ১৭ ধারার ১ নং উপধারায় বলা হইয়াছে, “আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু কোন মামলায় জড়িত থাকিলে যে কোন আইনের অধীনেই হোক না কেন উক্ত মামলা বিচারের এখতিয়ার কেবল শিশু আদালতের থাকিবে।”

শিশু আইন ২০১৩ এর ২ ধারায় ‘বিচার’ শব্দটির কোন সুনির্দিষ্ট সংজ্ঞা না থাকায় এই আইনের ১৭ ধারার ১নং উপধারার উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে আমি বিশ্বাস করি শিশু আইনের অধীনে রুজুকৃত মামলায়, যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রাথমিক এখতিয়ার কেবলমাত্র শিশু আদালতের; অন্য কোন আদালতের নয়। উল্লেখ্য শিশু আইন-২০১৩ এর ধারা ২ অনুযায়ী আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু অর্থ এমন কোন শিশু যে দণ্ডবিধির ধারা ৮২ ও ৮৩ এ বিধান সাপেক্ষে বিদ্যমান কোন আইনের অধীন কোন অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত অথবা বিচারে দোষী সাব্যস্ত এবং আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু অর্থ এমন কোন শিশু যে বিদ্যমান কোন আইনের অধীনে কোন অপরাধের শিকার

বা সাক্ষী।

.।

২০১৩ সনের শিশু আইনের ৪২ ধারার ১ উপধারায় বলা হইয়াছে “এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিতে সুস্পষ্ট ও ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই আইনের অধীন মামলার বিচার এবং কার্যধারা গ্রহণের ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলি, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য ও অনুসরণ করিতে হইবে।”

শিশু আইনের উপরোক্ত ১৭ ধারার ১নং উপধারা, ১৮ ধারার ‘ক’ উপধারা ও ৪২ এর ১ উপধারা এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৫ ধারার ২ উপধারা মিলিয়ে আমি সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে, শিশু আইন-২০১৩ এর অধীন রঞ্জুকৃত মামলার আসামী প্রাপ্ত বয়স্ক হইলে তাহার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ারও ফৌজদারী কার্যবিধির অধীনে দায়রা আদালতের ন্যায় শিশু আদালতের রহিয়াছে।

.

.।

ফৌজদারী কার্যবিধির ৪৯৭ ধারার ২ উপধারার উপরোক্তরূপ বিধানের প্রেক্ষিতে শিশু আইনের ৫২ ধারার ৪ ও ৫ উপধারা এবং একই আইনের ১৭ ধারার ১নং উপধারা, ১৮(ক) উপধারা, ৪২ ধারার ১ উপধারা এবং ফৌজদারী কার্যবিধির ৫ এর ২ উপধারার বিধান মিলিয়ে আমি নিশ্চিত হই যে, তদন্ত পর্যায়ে শিশু আইনের অধীনে রঞ্জুকৃত মামলায় প্রাপ্ত বয়স্ক আসামীর জামিন শুনানীর এখতিয়ার কেবলমাত্র শিশু আদালতের।”

In the instant Rule the moot question is whether the learned Judge of the Shishu Adalat has got the jurisdiction to entertain an application for bail of an adult accused on surrender where the victim and witness are minors, (Children in contact with the law) before commencement of the trial.

Before deciding the above issue it is pertinent to quote section 17(1) of the Shishu Ain, 2013 which reads as follows:

“১৭। শিশু-আদালতের অধিবেশন ও ক্ষমতা।-১। আইনের সহিত সংঘাতে জড়িত শিশু বা আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু কোন মামলায় জড়িত থাকিলে, যেকোন আইনের অধীনেই হুক না কেন, উক্ত মামলা বিচারের এখতিয়ার কেবল শিশু-আদালতের থাকিবে।”

Upon a plain reading of the above provision of law it is clear that the said provision relates to trial only. This provision confers jurisdiction to the Shishu Adalat to hold trial of a case wherein a child comes in conflict with the law (আইনের সাথে সংঘাতে জড়িত শিশু) or comes in contact with the law (আইনের সংস্পর্শে আসা শিশু). The proceedings of a criminal case get commenced in a Special Court, Tribunal or even Court of sessions after submission of the police report when the record is transmitted to the concerned Court or Tribunal, as the case may be, and it takes cognizance of the offence against an accused and the trial starts with the framing of charge.

The learned judge of the Shishu Adalat, Chandpur totally misread and miss construed the provision of section 17(1) of the Shishu Ain, 2013 as well as section 5(2) of the Code of Criminal Procedure. Moreover, section 18 of the Shishu Ain,

2013 will come into play after the case record is transmitted to the Shishu Adalat for trial, not before that.

Section 29 of the Shishu Ain, 2013 has given power to the Shishu Adalat to deal with the bail application of children in conflict with the law (accused) only.

Section 42 of the Shishu Ain, 2013 runs as follows:

“৪২। ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলীর প্রযোজ্যতা।- (১) এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিতে সুস্পষ্ট ও ভিন্নরূপ কোন বিধান না থাকিলে, এই আইনের অধীন মামলার বিচার এবং কার্যধারা গ্রহণের ক্ষেত্রে, ফৌজদারী কার্যবিধির বিধানাবলী, যতদূর সম্ভব, প্রযোজ্য ও অনুসরণ করিতে হইবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীন কৃত সকল অপরাধ আমলযোগ্য হইবে এবং এই আইন বা ইহার অধীন প্রণীত বিধিতে সুস্পষ্ট বিধান থাকিলে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে উক্ত বিধান অনুসরণ করিতে হইবে।”

In view of the above, since no specific provision has been made in the Shishu Ain, 2013 with regard to dealing with the bail application of an adult accused when the case is under investigation the provision of sections 496 and 497 of the Code of Criminal Procedure will be applicable.

It is the mandate of law that at the inquiry or investigation stage of a criminal case an accused is

to surrender before the court of the first instance where the case record is lying.

In view of the above, we have no hesitation to hold that the learned judge of the Shishu Adalat, Chandpur acted illegally in entertaining the application for bail of the accused opposite party No.2 who is an adult person and enlarging him on bail when the case is under investigation and the record lies in the Court of Chief Judicial Magistrate, Chandpur. In the facts and circumstances of the present case the accused opposite party no.2 ought to have surrendered before the Court where the case is pending and the record thereof is lying i.e, before the Court of Chief Judicial Magistrate, Chandpur.

The learned Judge of the Shishu Adalat, Chandpur committed serious error of law and exceeded its jurisdiction while dealing with the application for bail of an adult accused and that too without having the case record for trial in due course.

It is to be borne in mind that the Shishu Ain, 2013 has been enacted for the protection of children's right pursuant to the United Nations Convention on the Rights of the Child (CRC). Thus, the learned Judge of the Shishu Adalat, Chandpur has

failed to understand the whole purpose, object and scheme of the law.

Thus, we find merit in the Rule.

Accordingly, the Rule is made absolute.

The order dated 29.03.2017 passed by the learned Shishu Adalat, Chandpur granting bail to the accused opposite party No.2 in Haimchar Police Station Case No.1 dated 01.02.2017 corresponding to G.R. No.2 of 2017(Haimchar) under section 70 of the Shishu Ain,2013 is hereby set aside.

The opposite party No.2 is directed to surrender before the Chief Judicial Magistrate, Chandpur within a period of 04(four) weeks from the date of receipt of this order, positively. The learned Chief Judicial Magistrate, Chandpur is at liberty to consider the prayer for bail of the accused on merit if he surrenders in compliance with the Court's order.

Communicate a copy of this judgment and order at once.

Shahidul Karim, J:

I agree.